**ভূমিকা**

কোন দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা সবচেয়ে বড় নিয়ামক হিসেবে কাজ করে। বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশে তাই কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যাপক প্রসারের কোন বিকল্প নাই।

ক্রমপরিবর্তনশীল বিশ্ব অর্থনীতির সাথে সাথে দেশে ও বিদেশে কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত ও দক্ষ জনশক্তির চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। একই সাথে প্রয়োজন দেখা দিয়েছে এ শিক্ষা ব্যবস্থাকে যুগোপযোগী করার। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড এসএসসি (ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রমের সিলেবাস ইতোমধ্যে পরিমার্জন করেছে। আশা করা যায় পরিমার্জিত এ পাঠ্যসূচি পরিবর্তনশীল চাহিদার প্রেক্ষিতে এসএসসি (ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রমে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের যথাযথভাবে কারিগরি শিক্ষায় দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তুলতে যথাযথ ভূমিকা রাখবে। অভ্যমত্মরীণ ও বহিঃবিশ্বের চাকরির সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি, আত্মকর্মংসংস্থানে উদ্যোগী হওয়াসহ উচ্চ শিক্ষার পথ সুগম হবে।

পাঠ্যক্রমের সুষ্ঠু বাসত্মবায়নের জন্য পাঠ্যপুসত্মক একটি অপরিহার্য উপাদান। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার বিভিন্ন সত্মরে বাংলায় শিক্ষাদান করা হয়। তাই এই শিক্ষাক্রমের কার্যকর বাসত্মবায়নে বাংলায় লেখা পর্যাপ্ত পাঠ্যপুসত্মকের আবশ্যকীয়তা অনস্বীকার্য।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ২০১০ শিক্ষাবর্ষ হতে মাধ্যমিক সত্মরের পাঠ্যপুসত্মক বিনামূল্যে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিতরণ করার যুগামত্মকারী সিদ্ধামত্ম গ্রহণ করেছে। এ সিদ্ধামেত্মর প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড এস এস সি (ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রম পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণের জন্য ট্রেড পাঠ্যপুসত্মক প্রণয়ন, সম্পাদনা ও মুদ্রণের জন্য একটি ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করে। বহু প্রতিকূলতা ও সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড এ দায়িত্ব পালনে সমর্থ হয়েছে।

আমরা জানি ‘শিক্ষাক্রম উন্নয়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া’। সময় ও সমাজের চাহিদার প্রেক্ষিতে এর পরিমার্জন পরিবর্তন ও উন্নয়ন একটি স্বাভাবিক কর্মধারা। তাই এ বইয়ের আরও উন্নয়নের জন্য যে কোনো গঠনমূলক ও যুক্তিসংগত পরামর্শ গুরম্নত্বের সাথে বিবেচিত হবে। শিক্ষার্থীদের হাতে সময়মত বই পৌঁছে দেয়ার জন্য মুদ্রণের কাজ দ্রম্নত করতে গিয়ে এ বইয়ের কিছু ত্রম্নটি বিচ্যুতি থেকে যেতে পারে। পরবর্তী সংস্করণে বইটি আরও সুন্দর, শোভন ও ত্রম্নটি মুক্ত করার চেষ্টা অব্যাহত থাকবে।

যাঁরা এ বইটি রচনা, সম্পাদনা, সমন্বয়সাধন ও যৌক্তিক মূল্যায়নসহ প্রকাশনার কাজে আমত্মরিকভাবে মেধা ও শ্রমদান করেছেন তাঁদের জানাই ধন্যবাদ। আশা করি যাদের জন্য বইটি প্রণীত হলো তারা উপকৃত হবে ।

#para rightalign#

**প্রফেসর নারায়ণ চন্দ্র সাহা**

চেয়ারম্যান

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড

ঢাকা-১২০৭।

#endpara#